সংবাদ

তারিখ ..... 9 APR 2012 .....
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ......

কেমন বাজেট চাই

যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জিডিপির ৪ ভাগ বরাদ্দ দিতে হবে

প্রয়োজনে অনুৎপাদনশীল খাত থেকে বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষা খাতে বাড়াতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ। দেশের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে সুপরিকল্পিত ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা। তা করতে হলে শিক্ষা খাতে জিডিপির কমপক্ষে চার ভাগ বরাদ্দ দিতে হবে। প্রয়োজনে শক্তিশালী ও অনুৎপাদনশীল খাত থেকে বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষা খাতে বাড়াতে হবে।

গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং সবার জন্য মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা : জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ' শীর্ষক এক প্রাক-বাজেট মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী।

বেসরকারি সংস্থা আমার অধিকার ক্যাম্পেইন আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অনুষ্ঠানে একটি ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির (নায়েম) পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও বাস্তবায়ন) অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির। অনুষ্ঠানের অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক অজয় রায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আমার অধিকার ক্যাম্পেইনের চেয়ারপারসন ড. নিলুফার বানু।

ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী বলেন, 'আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা একটি ভালো উদ্যোগ। তবে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষকের অভাব দূর করতে হবে এবং যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তদবিরের কারণে ভালো শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যায় না।'

তিনি বলেন, 'তদবিরের কারণে কাকে রেখে কাকে নিয়োগ দেব, এই সমস্যায় পড়েন সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই তদবির আমাকেও করতে হয় এবং আমিও এ দোষে দোষী।'

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট করে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে। তিনি বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তাই জিডিপির চার ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ রাখতে হবে। প্রয়োজনে শক্তিশালী খাত ও সংশ্লিষ্ট অন্য খাতের বরাদ্দ কাটছাঁট করে শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

অধ্যাপক অজয় রায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে বলেন, স্পর্শকাতর

জিডিপির : পৃষ্ঠা ১৫ ক : ৭

জিডিপির : ৪ ভাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। পাঠ্যপুস্তক আরও আকর্ষণীয় করতে হবে।

অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির বলেন, সময়ের ব্যবধানে শিক্ষা খাতে টাকার অঙ্কে মোট বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির তুলনায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরিমাণ অনেক কম। গত ১০ বছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ জিডিপির ১ দশমিক ৯২ ভাগ থেকে ২ দশমিক ৩০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে এই বরাদ্দের পরিমাণ খুবই কম। (১ম পৃষ্ঠার পর)